# বেরেলীদের আলা হযরতের রহস্য ফাঁস

শায়খ আবু ফারহান মুহাম্মদী

# বেরেলীদের আলা হযরতের রহস্য ফাঁস

শায়খ আবু ফারহান মুহাম্মদী

ঃঃ প্রকাশনায় ঃঃ
আন্জুমান তাহাফ্ফুজে আকায়েদে আহলে সুন্নত
ওয়াল জামাআত দেওবন্দ, সিউড়ী, বীরভূম

# উৎসর্গ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর রুহের শান্তির উদ্দ্যেশে
এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানী উৎসর্গ করলাম

পাঁশকুড়া জামিয়া মাজাহিরুল উলুম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস, বঙ্গ বিখ্যাত মুনাযির, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ ইবরাহীম কাসেমী সাহেবের সুচিন্তিত

# অভিমত

শায়খ আবু ফারহান মুহাম্মদী প্রণীত 'বেরেলীদের আলা হযরতের রহস্য ফাঁস' পুস্তিকাখানি একনজর দেখলাম। লেখকের বক্তব্য অনুসারে যে কিতাবগুলি থেকে তিনি উদ্ধৃতি তুলেছেন সেই কিতাব তাঁর নিকট আছে। লেখক যে খুবই তাত্বিক ও তাথ্যিক এটি প্রমাণিত হয়। সংক্ষেপে একজন পাঠকের বেরেলীদের রহস্য বোঝার একটি সুন্দর তাথ্যিক পুস্তিকা। সকল ভায়ের পড়া উচিৎ। বেরেলীরা নবী প্রেমের দাবী করে শিরক্ বিদ্আতের যে বিষাক্ত মতবাদ জন সাধারণকে শিক্ষা দিচ্ছেন তা বড় বেদনাদায়ক। শিরক্ বিদ্আত মুক্ত জীবনই আমাদের কাম্য। লেখকের দীর্ঘ জীবন কামনা করি ও পুস্তিকাটির বহুল প্রচারের আশা করি। লেখক যেন নিজেও সুন্নত অনুযায়ী জীবন গঠন করেন সেই অসিয়ত করে সফর কালীন অবস্থায় সকল পাঠকের দোওয়ার আশা রেখে সংক্ষিপ্ত মতামত লিপিবদ্ধ করলাম।

বিনীত

**মুহাম্মাদ ইবরাহীম কাসেমী**

খাদিমে হাদীস শরীফ, কনকপুর,
পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর,
মাদ্রাসা মাজাহিরুল উলুম
১৮-০৪-২০১৪

# ভূমিকা

## বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সমস্ত প্রসংশা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা প্রতি পালক এবং একমাত্র উপাস্য । তাঁর প্রিয় হাবীব তাজদারে মদীনা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মাদ মুস্তাফা রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর প্রতি কোটি কোটি দরুদ ও সালাম যিনি রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইদুল মুরসালিন, সাফিউল মুজনাবিন ।

“ওয়াকুল জা’আল হাক্ব ওয়া জাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা ।” (আল কুরআন) হকের আগমন ও বাতিলের পলায়ন ।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে বেরেলীদের ফিৎনা একটি বিরাট ফিৎনা । এই ফিৎনার নায়ক ছিলেন মৌলবী আহমদ রেযা খান সাহেব । যিনি সারা জীবন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন । এবং বৃটিশদের স্বপক্ষে ফতোয়া প্রদান করেছেন । বেরেলীরা তাঁকে মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, ইমামে আহলে সুন্নত বলে অভিহিত করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে ইমামে আহলে বিদ্আত ও পথভ্রষ্টতার ইমাম ছিলেন । তিনি কেবলমাত্র নিজেকে ছাড়া আর কাউকে মুসলমান বলে মনে করতেন না । তাঁর নিকট তাঁর যুগে সকলেই কাফের ছিলেন যাঁরা তাঁর ভ্রান্ত মতবাদ মেনে নেননি । তাঁর নিকট উলামায়ে হক উলামায়ে দেওবন্দ কাফের এবং যাঁরা তাঁদেরকে কাফের বলতে সন্দেহ করবে তারাও কাফের । তিনি মক্কা মদীনা শরীফের আলেমদেরকে কাফের বলে মনে করেন এবং তাঁর নিকট স্যার সৈয়দ আহমদ খান, কাসেম নানুতুবী (রহঃ), খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ), (যাঁর মৃত্যু হয়েছে মদীনায় এবং কবর আছে জান্নাতুল বাকীতে, মদীনা মুনাওয়ারায়) প্রভৃতিরা কাফের । তাঁর নিকট আল্লামা শিবলী নুমানী (রহঃ), বিখ্যাত উর্দূ কবি আলতাফ হুসাইন,

আল্লামা ড. ইকবাল, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতিরা কাফের । তাঁর নিকট মুহাম্মাদ আলী জিন্নাও কাফের । (দেখুন ফতোয়ায়ে রিযবিয়া)

সুতরাং এক কথায় জনাব খান সাহেব ও তাঁর অনুগামী ছাড়া সারা বিশ্বের সকলেই কাফের । অথচ জনাব আহমদ রেযা খান সাহেবের জীবনাদর্শের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি প্রথম শ্রেণীর কাফের ছিলেন ।

বেরেলীরা আহমদ রেযা খান সাহেবকে নিয়ে যা বাড়াবাড়ি করে এবং উলামায়ে হক উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের বলে সজন্য আমি আহমদ রেযা খানের গোপন রহস্য ফাঁস করার জন্য এই 'বেরেলীদের আলা হযরতের রহস্য ফাঁস' নামে পুস্তক প্রনয়ণ করলাম ।

প্রিয় পাঠক ! আপনারা এই পুস্তক পাঠ করে চিন্তা করুন আহমদ রেযা খান সাহেব সত্যিই ইসলামের মুজাদ্দিদ ছিলেন এবং ইমামে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআত ছিলেন না গুমরাহীর মুজাদ্দিদ এবং ইমামে আহলে বিদ্‌আত ও পথভ্রষ্টতার নায়ক ছিলেন । বিচারের ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম ।

পাঠকদের বলি মানুষ মাত্রেই ভূল হয় সেজন্য এই পুস্তকে কোন রকম ভূল ভ্রান্তি হলে আমাকে জানাবেন পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

বিনীত

**শায়খ আবু ফারহান মুহাম্মাদী**

বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম

# আলা হযরত বেরেলীদের খোদা

বেরেলীরা আহমদ রেযা খাঁন সাহেবকে খোদা বলে মনে করে, যেমন, বেরেলীদের আব্দুস সাত্তার রেযবী লিখেছেন,

ইয়ে দুয়া হ্যায় ইয়ে দুয়া হ্যায় ইয়ে দুয়া,
তেরা আউর সবকা খোদা আহমদ রেযা ।।
(নগমাতুর রুহ, পৃষ্ঠা-৪)

অর্থাৎ এই দুয়া, এই দুয়া, এই দুয়া, তোমার এবং সকলের খোদা আহমদ রেযা ।

সমস্ত উলামায়ে দেওবন্দ ও আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের লোকেরা মহান আল্লাহ পাককে খোদা বলে মনে করেন কিন্তু বেরেলীরা আহমদ রেযা খানকে খোদা বলে মনে করেন । বেরেলী থেকে প্রকাশিত 'নুরী কিরণ' এর ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রকাশিত ১৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,

না পুছো উন আঁখো সে কিয়া দেখ আয়েঁ
বেরেলী মে নুরে খোদা দেখ আয়েঁ

অর্থাৎ ঐ চোখে কি দেখে এসেছো তা জিজ্ঞেস করো না । দেরেলীতে খোদার নুর দেখে এসেছো ।

এতে পরিস্কার দাবী করা হয়েছে বেরেলীতে খোদার নুর বিকশিত হয়েছে । 'নুরী কিরণ' পত্রিকার ১৯৬৪ সালের অক্টোবর সংখ্যায় ৪৫ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

মাযহারে নুরে খোদা আহমদ রেযা
সুন্নীয়োঁ কা পেশওয়া আহমদ রেযা
জিসকো তেরা দর মিলা আহমদ রেযা
উসনে সব কুছ পা লিয়া আহমদ রেযা
(নাগমাতুর রুহ, পৃষ্ঠা-১১)

এখানেও বেরেলীরা আহমদ রেযা খানকে খোদার সমতুল্য বানিয়ে দিয়েছে । 'নাগমাতুর রুহ' কিতাবে বেরেলীরা আরও লিখেছে,

লাজাওয়ালে লাজ তেরে হাথ হ্যায়,
বান্দা হ্যায় বান্দা তেরা আহমদ রেযা

অর্থাৎ হে সম্মানীগণ মান সম্মান তোমার হাথে, আমি তোমার বান্দা আহমদ রেযা ।

এখানে বেরেলীরা নিজেকে আহমদ রেযা খানের বান্দা বলে ঘোষনা করেছে ।

# বেরেলীদের নবী আহমদ রেযা

বেরেলীরা আহমদ রেযা নবী ও খোদা বলে মনে করে । যেমন, বেরেলীরা লিখেছে,

নাকীরাঈন মারকাদ মে জো পুছেঙ্গে তু কিসকা হ্যায়
আদাব সে শর ঝুকাকর নাম লুঙ্গা আহমদ রেযা খান কা
(নাগমাতুর রুহ, পৃষ্ঠা-১১)

অর্থাৎ কবরে মনকীর নাকীর যখন এসে প্রশ্ন করবে তুমি কার ? আমি বিনিতভাবে, মাথা নত করে আহমদ রেযা খানের নাম নেব ।

অর্থাৎ কবরে মনকীর নাকীর যখন এসে প্রশ্ন করবে তুমি কার ? আমি বিনিতভাবে, মাথা নত করে আহমদ রেযা খানের নাম নেব ।

অর্থাৎ (১) মুনকার নাকীর যখন কবরে প্রশ্ন করবে,তোমার রব কে ? বেরেলীরা বলবে আমাদের রব আহমদ রেযা খান । কেননা, বেরেলীরা আগেই লিখেছে,

ইয়ে দুয়া হ্যায় ইয়ে দুয়া হ্যায় ইয়ে দুয়া,
তেরা আউর সবকা খোদা আহমদ রেযা

এবং বেরেলীরা নিজেকে আহমদ রেযা খানের বান্দা বলে স্বীকার করেছে ।

(২) মনকীর নাকীর যখন বলবে, তোমার দ্বীন কি ? তখন বেরেলীরা বলবে, আমার দ্বীন ও মাযহাব তাই যা আহমদ রেযা খানের কিতাব থেকে প্রকাশ পেয়েছে । তার কারণ, আহমদ রেযা খান বলেছেন,

"রেযা হোসেন ও হাসনাইন এবং তোমরা সকলে মুহাব্বতের সঙ্গে ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবে । যতদুর সম্ভব শরীয়াতের অনুকরণ ছাড়বে না । আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাব থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা সমস্ত ফরজের থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ।" (ওসায়া শরীফ, পৃষ্ঠা-১০)

(৩) মুনকার নাকীর যখন নবী (সাঃ) কে দেখিয়ে বলবে, এই ব্যাক্তি কে ? বেরেলীরা বলবে, এই ব্যক্তি আমাদের নবী আহমদ রেযা খান সাহেব ।

সুতরাং বেরেলীরা আহমদ রেযা খান সাহেবকে রব, নবী, বলে মনে করেন এবং তাঁর দ্বীনকে মজবুতীভাবে ধরে রাখার প্রয়াস করেন । বেরেলীরা

এত কাণ্ড করা সত্যেও সামান্য কিছু বলতে গেলে তারা কাফেরের ফতোয়ার গুলি বষশন করে বুককে ঝাঁঝরা করে দেবে দেবে। তাদের কাছে পুঁজি পাট্টা বলে কিছু নেই যেটা আছে কাফেরের ফতোয়া।

# বেরেলীদেরকে কাওসারের পানি পান করাবেন আহমদ রেযা

বেরেলীরা লিখেছে,

সাকিয়ে মে কাওসার সে লেকর খালাদ মে
জামে কাওসার কা পিলা আহমদ রেযা
যব জবানে সুখ জায়ে পিয়াস মে
জামে কাওসার কা পিলা আহমদ রেযা,
হাশর মে যব হো কিয়ামত কি তাপিস
আপনে দামন মে ছুপা আহমদ রেযা,
হাশর কে দিন যব কাহীঁ সায়া না হো
আপনে সায়া মে ছুপা আহমদ রেযা
(নুরী কিরণ, আক্টোবর-১৯৬১, পৃষ্ঠা-৪৬)

সুতরাং বেরেলীদের আকিদা কিয়ামতের দিন তদেরকে আহমদ রেযা খান কাওসারের পানি পান করাবেন।

বেরেলীরা লিখেছে,

আ কলিজে মে লাগা লুঁ আয় উরসে রেযা,
তুঝ মে খোদ আহমদ মুখতার নজর আতে হ্যাঁয়
(নুরী কিরণ, আগস্ট ১৯৬১)

অর্থাৎ এসো তোমাকে দিলের সঙ্গে মিলিয়ে নিই হে উরসে রেযা। তোমার মধ্যে আমি স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মাদকে দেখতে পাই।

বেরেলীরা আরও লিখেছে,

হ্যায় পয়গম্বর কি রেযা আহমদ রেযা
কব হ্যায় আহমদ সে জুদা আহমদ রেযা
(নুরী কিরণ, ১৯৬১)

অর্থাৎ আহমদ রেযা পয়গম্বরের সন্তুষ্টি, আহমদ থেকে অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কখনও পৃথক হয় ? অর্থাৎ কখনও পৃথক হয় না। অর্থাৎ বেরেলীদের নিকট আহমদ রেযা খান মুহাম্মাদ (সাঃ) কখনও আলাদা ব্যাক্তি নয়। একই ব্যাক্তি।

# আল্লাহর শানে আহমদ রেযা খানের গুস্তাখী

আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

“হযরত সাইয়েদ মুসা সুহাগ (রাঃ) একজন বিখ্যাত মযজুব ছিলেন। আহমদাবাদে তাঁর মাজার শরীফ রয়েছে। মেয়েদের মতো পোষাক পরতেন। একবার দারুন দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সব লোক একত্রিত হয়ে তাঁর কাছে দুয়ার জন্য গেল। যখন লোক কান্নাকাটী শুরু করল তখন একটি পাথর উঠিয়ে অন্য হাতের চুড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে আসমানের দিকে মুখ তুলে বললেন, ‘বৃষ্টি দে কিংবা নিজের সোহাগ উঠিয়ে নে।’ একথা বলা মাত্র পাহাড়ের মতো মেঘ উঠে এতো বৃষ্টি হল যে জলস্থল সব ভরে গেল। একদিন জুম্মার নামাজের সময় বাজারে যাচ্ছিলেন। ওদিকে শহরের কাজী জামে মসজিদের দিকে চলেছেন। তিনি একে দেখে কাছে এলেন। সৎকাজের আদেশ হিসেবে বললেন, ‘এসব মেয়েলী পোষাক

পুরুষের জন্য হারাম । পুরুষের মতো পোষাক পরুন এবং নামাযের জন্য চলুন ।’ উনি কাজী সাহেবের বিরুদ্ধাচারণ করলেন না । চুড়ি, গয়না, মেয়েদের পোষাক খুলে ফেললেন । মসজিদে একসঙ্গে গেলেন । খুৎবা শুনলেন । যখন জামাআত শুরু হল, ইমাম সাহেব তকবীর তাহরীমা বললেন ‘আল্লাহু আকবার’ শোনামাত্র তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল । বললেন, আল্লাহু আকবার আমার স্বামী, তিনি চিরন্জীব, মৃত্যুবরণ করেন না এবং এ ব্যাক্তি আমাকে বিধবা করে দিচ্ছেন । একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঐ মেয়েলী লাল পোষাক ও চুড়ি ফিরে এল ।” (মালফুযাত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১০৮)

এখানে আহমদ রেযা খান সাহেব বোঝাতে চাইছেন মুসা সোহাগ নিজেকে খোদার স্ত্রী মনে করত । (নাউজুবিল্লাহ) সুতরাং এখানে আহমদ রেযা খান সাহেব আল্লাহর শানে বেয়াদবী করেছেন ।

# রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি আহমদ রেজা খানের গুস্তাখী

আহমদ রেজা খান সাহেব রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি বেয়াদবী সূচক বলেছেন,

دمولوی برکات احمد صاحب مرحوم کہ میرے پیر بھائی اور حضرت پیر مرشد برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی تھے
کم ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت پیر و مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسو رَواں (یعنی جاری) نہ ہوتے، جب ان کا
اِنتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اُترا مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضۂ انور کے
قریب پائی تھی

“মৌলবী বরকাত আহমাদ মরহুম যিনি আমার পীরভাই এবং হজরত পীর ও মুর্শিদের ভক্ত ছিলেন । যখন তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল দাফনের জন্য তার কবরে নামলাম তো কোনো বাড়াবাড়ী ব্যাতিরেকেই সেই সুগন্ধ আনুভব করলাম যা প্রথমবার হুজুরের কবরের পাশে পেয়েছিলাম ।” (আল মালফুজ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯)

সুতরাং এখানে আহমদ রেজা খান সাহেব পরিস্কার বলেছেন যে বরকাত আহমদের কবরে খুশবু ও রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কবরের খুশবু একই রকম । আর হাদীস শরীফে বর্নিত আছে, রসুল (সাঃ) এর ঘাম থেকে যে খুসবু বের হত সাহাবারা শিশিতে ভরে রাখতেন এবং ইদের দিন আতরের বিকল্প হিসাবে ব্যাবহার করতেন । তাহলে বরকাত আহমদের কবর থেকে রসুল (সাঃ) এর কবরের মতো খুসবু কিভাবে বের হতে পারে ? এটা কি আহমদ রেযা খানের রসুল (সাঃ) এর প্রতি গুস্তাখী নয় ?

# আহমদ রেযা খানের দাবী যে তিনি হুযূরের ইমামতি করিয়েছেন

আহমদ রেযা খান সাহেব দাবী করেছেন যে তিনি হুযূর (সাঃ) কে মুক্তাদী করে জানাযার নামাযে ইমামতি করেছেন । যেমন তিনি বলেছেন,

ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مُشرَّف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لئے جاتے ہیں۔ عرض کی: یارسول اللہ! (عزَّوَجَلَّ وصلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا: ''برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔'' [1] الحمدللہ! یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا[2] یہ وہی برکاتِ احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھیں کہ محبتِ پیر ومرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئیں

“তাঁর ইন্তিকালের দিন মৌলবী সাইয়েদ আমীর আহমদ সাহেব স্বপ্নে হুযূর (সাঃ)-কে দেখলেন যেন তিনি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন । জিজ্ঞাসা করলেন - ওগো আল্লাহর রসূল ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? জবাব দিলেন - বরকাত আহমদের জানাযার নামায পড়তে । আলহামদুলিল্লাহ এই জানাযার নামায আমি পড়িয়েছি । এটা আল্লাহর অনুগ্রহ । আল্লাহ যাকে খুশি দান করেন । তিনি খুব অনুগ্রহ পরায়ন ।” (আল মালফুজ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২৯)

সুতরাং এখানে খান সাহেব বলছেন যে হুযূর ইমামুল আম্বিয়া (সাঃ) জানাযার নামাযে শরীক হচ্ছেন আর আহমদ রেযা খান সাহেব জানাযার নামাযে 'হুযূরের ইমামতি আমিই করেছি' বলে গর্ব প্রকাশ করেছেন । অর্থাৎ নবী (সাঃ) সেই সময় মুক্তাদী ছিলেন এবং আহমদ রেযা খান সাহেব হুযূরের ইমাম ছিলেন । (আস্তাগফিরুল্লাহ সুম্মা আস্তাগফিরুল্লাহ)

এখানে খান সাহেব হুযূরের ইমামতি দাবী করে হুযূরের শানে গুস্তাখী করেছেন ।

# আহমদ রেযা খান শিয়া ছিলেন

আহমদ রেযা খান শিয়া ছিলেন । তিনি তাকিয়া নীতি অবলম্বন করে সুন্নী সেজে মানুষকে গুমরাহ করেছেন । আহমদ রেযা খানের শিয়া হবার প্রমাণ নিচে পেশ করা হল,

(১) আহমদ রেযান খানের বাপ দাদার নাম শিয়া নামের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ । তাঁর বংশ পঞ্জী এরকম - আহমদ রেযা, পিতা নাকী আলী, পিতা রেযা আলী, পিতা কাজেম আলী । (হায়াতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা-২)

(২) শিয়ারা আয়েশা (রাঃ) কে অশ্লীল ভাষায় গালীগালাজ করে । আহমদ রেযা খানও মা আয়েশা (রাঃ) কে গালি দিয়েছে । তিনি লিখেছেন,

تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار
مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن مرے دل کی صورت
کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ و بر (۳۷)

তংগ ও চুস্ত উসকা লিবাস আউর ওহ যৌবন কা উভার
মুসকী জাতী হ্যায় কাবা শর সে কমর তক লেকর
ইহ ফাটা পড়তা হ্যায় যৌবন মেরে দিল কি সুরত

কেহ হোতে জাতে হ্যাঁয় জামা সে বরুসিনা অ বর ।

(হাদায়েকে বখশীশ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ) এত আঁটো সাটো এবং ছোট পোষাক পরতেন যে তাঁর পোষাক মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত সেঁটে থাকতো যেন তাঁর কলে তাঁর যৌবনের দীপ্তি ফুটে বের হতো এবং এর ফলে তাঁর কাপড় থেকে তাঁর বুক ও পার্শ্বদেশ বেরিয়ে পড়ত । (নাউজুবিল্লাহ)

মনে পড়ে কয়েক বছর আগে সলমন রুশদী তাঁর 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' নামক উপন্যাসে নাউজুবিল্লাহ পবিত্র কা'বা মসজিদকে বেশ্যালয় এবং নবী (সাঃ) এর বারো জন স্ত্রীকে সেই বেশ্যালয়ের কর্মী বলে উল্লেখ করায় সারা বিশ্বের মুসলমান তার উপর ক্ষিপ্ত হয় । কিন্তু সলমন রুশদীর উক্ত উপন্যাস লেখার বেশ কয়েক দশক আগেই আহমদ রেযা খান সাহেব নবী (সাঃ) এর স্ত্রী আম্মা আয়েশা (রাঃ) কে সলমন রুশদীর মতো গালিগালাজ করে বলে যে "তাঁর কাপড় থেকে তাঁর বুক ও পার্শ্বদেশ বেরিয়ে পড়ত ।"

একথা আমাদের বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে সলমন রুশদী বেরেলীদের আলা হযরত আহমদ রেযা খানের 'হাদায়েকে বখশীস' কিতাব পড়েই নবী (সাঃ) এর স্ত্রীদেরকে গালি দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেয়েছিল । আর সলমন রুশদী ছিল ভারতীয় বংশদ্ভুত ।

(৩) আহমদ রেযা খান সাহেব তাঁর কিতাবে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা বিশুদ্ধভাবে শিয়া বর্ণিত যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই ।

(৪) আহমদ রেযা খান লিখেছেন,

حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے روز جہنم تقسیم کریں گے

“কিয়ামতের দিন হযরত আলী (রাঃ) জাহান্নামের টিকিক বন্টন করবেন ।” (আল আমনু আল উলা, পৃষ্ঠা-৫৮)
এটা হল শিয়াদের আকিদা ।

(৫) আহমদ রেযা খান লিখেছেন,

انّ فاطمة سمّيت بفاطمة لانّ اللّٰه فطمها و ذريّتها من النّار
حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کانام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور
ان کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے-

“ফাতেমা (রাঃ) এর নাম এজন্য ফাতিমা রাখা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এবং তাঁর বংশধরকে জাহান্নামের আগুন থেকে আজাদ করে দিয়েছেন ।” (খতমে নবুওয়াত, পৃষ্ঠা- ১৮)

(৬) আহমদ রেযা খান সাহেব সমস্ত সাহাবাদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আলী (রাঃ) কে মুশকিল কুশা অর্থাৎ বিপদ থেকে উদ্ধার কারী বলেছেন এবং লিখেছেন,

جو شخص مشہور دعائے سیفی (جو شیعہ عقیدے کی عکاسی کرتی ہے) پڑھے 'اس
کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں

যে ব্যাক্তি দুয়ায়ে সাইফী পড়ে তার বিপদ দুর হয়ে যায় । (এটা শিয়া বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি) দুয়ায়ে সাইফী হল,

ناد عليّا مظهر العجائب
تجده عونالّك فى النّوائب
كلّ همّ وغمّ سينجلى
بولايتك ياعلى يا على

অনুবাদ- “হযরত আলীকে ডাকো যাঁর আশ্চর্য বিষয় প্রকাশ পায় তুমি তাকে সাহায্য পাবে । হে আলী ! আপনার আল্লাহর নৈকট্যের দ্বারা সমস্ত দুঃখ কষ্ট দুর হয়ে যায় ।” (আল আমনু আল উলা, পৃষ্ঠা- ১২- ১৩)

(৭) এভাবে তিনি পাক পাঞ্জেতনের ধারণা জনমনে ছড়িয়ে দিয়েছেন যা শিয়াদের আকিদা । তিনি লিখেছেন,

لی خمسة اطفی بها حرّالوباء الحاطمة
المصطفٰی المرتضٰی و ابناهما و الفاطمة

অনুবাদ- ‘‘পাঁচ বিশাল ব্যাক্তিত্ব এমনই যাঁরা নিজ বরকতের সাহায্যে আমার অসুখ দুর করে দেন । এরা হলেন, মুহাম্মাদ (সাঃ), আলী (রাঃ), হাসান (রাঃ), হোসেন (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) ।’’ (ফতোয়ায়ে রিযবিয়া, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা- ১৭৮)

সুতরাং এতগুলি প্রমাণ দ্বারা বাঝা যায় আহমদ রেযা খান সাহেব শিয়া অথবা রাফেযী ছিলেন সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন । আর খান সাহেব যে শিয়াদের বিরুদ্ধে কিতাব লিখেছেন তা হল খান সাহেবের তাকিয়াবাজী । যাতে তাঁর চক্রান্ত সহজে কেউ বুঝতে না পেরে যায় ।

# আহমদ রেযা খান হুযূর (সাঃ) কে নিকৃষ্ট বলেছেন

আহমদ রেযা খান নিখেছেন,

کثرتِ بعدِ قلّت پہ اکثر درود
عزّت بعد ذِلت پہ لاکھوں سلام

কাশরততে বা’দে কিল্লত পে আকশর দরুদ
ইজ্জত বা’দে জিল্লত পে লাখো সালাম ।
(হাদায়েকে বখশীস, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৯৭)

এখানে খান সাহেব লিখেছেন, ‘‘ইজ্জত বা’দে জিল্লত পে লাখো সালাম’’ অর্থাৎ হুযূর (সাঃ) প্রথমে নিকৃষ্ট ছিলেন তারপর সম্মানীয় হয়েছেন । সুতরাং খান সাহেব এখানে হুযূর (সাঃ) কে নিকৃষ্ট বলে হুযূরের শানে বেয়াদবী করেছেন ।

# আহমদ রেযা খান সাহেব হুঁকো পান করতেন

হুঁকো পান করা হারাম যানা সত্যেও আহমদ রেযা খান সাহেব হুঁকো পান করতেন । আর খান সাহেব নিজেই লিখেছেন, ‘‘হুঁকো খাওয়ার সময় আমি কখনও বিসমিল্লাহ বলি না । তাহতাবীতে এর নিষধ রয়েছে । এই খবীশ শয়তান যদি হুঁকো খাওয়ার শরীক হয় তো কষ্টই পাবে । কেননা, সে সারা জীবনের ক্ষুধার্ত পিতাসার্ত । উপরন্তু ধুঁয়ায় তার কলিজা জ্বলবে । ক্ষুধা তৃষ্ণা অবস্থায় হুঁকো খেতে খুব খারাপ লাগে ।’’ (আল মালফুজ, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১২৫)

অর্থাৎ খান সাহেব হুঁকো খাওয়ার সময় এই জন্যই বিসমিল্লাহ বলতেন না যাতে শয়তান সেই সময় হুঁকো খাওয়ায় শরীক হতে পারে । (আস্তাগফিরুল্লাহ)

# আহমদ রেযা খান ইংরেজদের হিতাকাঙ্খী ছিলেন

আহমদ রেযা খান সাহেব বৃটিশ সরকারের হিতাকাঙ্খী ছিলেন । সেই জন্যই বৃটিশ লেখক ফ্রান্সিস রাব্বস লিখেছেন, ‘‘আহমদ রেযা খান বেরলবী

ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্খী ছিলেন । তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করেন । ঠিক সেই রকম ১৯২১ সালের খালাফত আন্দোলনেও ইংরেজ সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি স্বয়ং বেরেলী শহরে উলামা কনফারেন্স ডাকেন যা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধী ছিল ।” (Indian Musalmans, Page-443, Cambridge University-1974)

এখানে বৃটিশ লেখক ফ্রান্সিস রাব্বস নিজেই বলেছেন যে আহমদ রেযা খান সাহেব ইংরেজ সরকারের হিতাকাঙ্খী ছিলেন । এই জন্যই মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

ہم مسلمانان ہند پر جہاد فرض نہیں - اور جو اس کی فرضیت کا قائل ہے' وہ مسلمانوں کا مخالف ہے اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے

“ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য জেহাদ করা ফরজ নয় । এবং যারা ফরজ হওয়ার মত পোষন করে তারা মুসলমানদের বিরোধী এবং তারা ক্ষতি চায় ।” (আল মাজহাতাহ, পৃষ্ঠা-২০৮)

মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানিও ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাকে হারাম বলেছেন । তিনি লিখেছেন,

میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔

“আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় ইংরেজদের অনুসরণেই পার হয়েছে । আমি জেহাদের বিরুদ্ধে এতই পুস্তক ও রিসালা লিখেছি যে যদি সমস্ত পুস্তক ও রিসালা একত্রিত করা হয় তাহলে পঞ্চাশটি আলমারী পূর্ণ হয়ে যাবে ।” (তারিয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা-২৫)

সুতরাং আহমদ রেযা খান বেরলবী ও মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানি উভয়েই বৃটিশ সম্রাজ্যবাদের হিতাকাঙ্খী ছিলেন । আর আহমদ রেযা খানে উস্তাদ মির্যা গোলাম কাদির বেগ তো মির্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানির ভাই ছিলেন । যেহেতু খান সাহেবের উস্তাদ কাদীয়ানি খান্দানের ছিলেন তাই আহমদ রেযা খান সাহেব মির্যা কাদীয়ানির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন ।

# আহমদ ইয়ার খানের ফতোয়া অনুযায়ী আহমদ রেযা বেদ্বীন

আহমদ রেযা খান সাহেবের বিখ্যাত ছাত্র ও বেরেলী জামাআতের হাকিমুল উম্মাত নামে পরিচিত আহমদ ইয়ার খান নাঈমী 'জা 'আল হক্ব' নামে একখানি কিতাব লিখেছেন । যেখানে তিনি লিখেছেন, ''আল্লাহকে সর্বত্র হাযির-নাযীর মনে করা বেদ্বীনি ।''

অপরদিকে আহমদ ইয়ার খানের উস্তাদ আলা হযরত নামে পরিচিত আহমদ রেযা খান 'আনওয়ারে সাতেয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, ''আল্লাহ সর্বত্র হাযির-নাযীর ।''

সুতরাং আহমদ ইয়ার খান নাঈমীর ফতোয়া অনুযায়ী আহমদ রেযা খান সাহেব বেদ্বীন সব্যস্ত হলেন ।

# আহমদ রেযা খান নিজের ফতোয়াতে নিজেই কাফের

আহমদ রেযা খান সাহেব আল্লামা ইসমাইল শহীদ দেহলবী (রহঃ)

কে কাফেরের ফতোয়া দেন এবং তিনি 'হোসামুল হারামাইন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ''যে ইসমাইল দেহলবীকে কাফের বলতে সন্দেহ করবে সেও কাফের হয়ে যাবে।''

পরবর্তীতে আহমদ রেযা খান সাহেব ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, ''সাবধানী উলামাগণ যেন তাদের কাফের না বলেন, আর এটাই সওয়াব, অর্থাৎ এটাই উত্তম। আর এর উপর ফাতাওয়া রয়েছে। এটাই আমাদের মাযহাব, এর উপর ভরসা। সালামত এবং যথাযথতা।'' (তমহীদে ইমান, পৃষ্ঠা-৬৪)

খান সাহেব আরও লিখেছেন, ''আল্লাহ না করুন, হাজার হাজার বার আল্লাহ না করুন আমি কখনই তাদের কুফরীকে পছন্দ করি না। সেই মুক্তাদীদের অর্থাৎ নতুন অভিযুক্তদের (গাঙ্গোহী, আম্বেঠাবী এবং তাদের ভাগীদার দেওবন্দীদের) এখনও মুসলমান জ্ঞাত করি, যদিও তাদের বেদাতী গুমরাহ হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই এবং প্রতারণার ইমাম (ইসমাইল দেহলবী) এর কুফরীর উপরেও হুকুম দিই না। কারণ, আমাদের নবী 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীদের কাফের বলা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।'' (তমহীদে ইমান, পৃষ্ঠা-৬০)

প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন, প্রথমত জনাব আহমদ রেযা খান সাহেব ইসমাইল দেহলবীকে কাফের ফতোয়া দিলেন এবং তাকে কাফের বলতে যারা সন্দেহ করবে তাদেরকেও কাফের ফতোয়া দিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজেই 'তমহীদে ইমান' গ্রন্থে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) সম্পর্কে এবং দেওবন্দী উলামা সম্পর্কে বলছেন, ''এখনও মুসলমান জ্ঞাত করি।'' সুতরাং আহমদ রেযা খান নিজের ফতোয়াতে নিজেই কাফের হয়ে গেলেন।

# আলা হযরতের দুই পুত্র কুকুর ছিল

একবার বেরেলীদের আলা হযরত আহমদ রেযা খান সাহেবের পীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভালো ধরণের দুটি কুকুর চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তখন আহমদ রেযা খান সাহেব নিজের দুই পুত্রকে নিয়ে পীর সাহেবের নিকট হাজির হয়ে বললেন, "আমি আপনার খিদমতের জন্য দুটি ভালো ধরণের কুকুর নিয়ে হাজির হয়েছি, এটাকে কবুল করে নিন।" (আনওয়ারে রেযা, পৃষ্ঠা-২৩৮)

সুতরাং আহমদ রেযা খান সাহেবের দুই পুত্র কুকুর ছিল।

# আহমদ রেযা খান নবুওয়াতের দাবীদার ছিলেন

আহমদ রেযা খান সাহেব তাঁর কবিতায় লিখেছেন,

انجام وے آغاز رسالت باشد
اینک کو ہم تابع عبد القادر

আনজাম ওয়ে আগাজ-এ রিসালাত বাসত
ইঙ্গ গো হম তাবে আব্দুল কাদের।
(হাদায়েকে বখসিস, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৫)

অর্থাৎ সেখ আব্দুল কাদের জ্বিলানীর পর পুনরায় নবুওয়াতের সূচনা হবে এবং সেই নতুন রসুল হযরত সেখ আব্দুল কাদের জিলানীর অনুসারী হবেন।

প্রিয় পাঠক চিন্তা করুন খান সাহেব এখানে কি মারাত্মক কথা বলেছেন। তাঁর দাবী যে আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর পর আবার

একজন নতুন নবী আসবেন এবং খান সাহেব এটাও দাবী করেছেন যে সেই নতুন নবী বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর অনুসারী হবেন। অথচ কোনআন ও হাদীস দ্বারা অকাট্ট্রভাদে প্রমাণিত যে হুযূর (সাঃ) এর পর কোন নবী আসবেন না। কারণ, নবী (সাঃ) বলেছেন, 'লা নাবীউ বা'দা' অর্থাৎ আমার পর কোন নবী নাই।

এখানে হয়তো আহমদ রেযা খান সাহেবের অনুসারীরা তাবীল পেশ করে বলতে পারেন যে হযরত ইসা (আঃ) আবার পৃথিবীতে আসবেন সেজন্য খান সাহেব একথা বলেছেন। আমরা এখানে বলব তাদের কথা সত্য নয় কেননা হযরত ইসা (আঃ) এর নবুওয়াতের সূচনা আমাদের নবী (সাঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগে হয়ে গেছে। আর এখানে খান সাহেব বলছেন, "পুনরায় নবুওয়াতের সূচনা হবে।"

অপরদিকে দেখা যায় আহমদ রেযা খান সাহেব নিজে চিরকাল হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর অনুসারী বলতেন এবং নিজের নামের সাথে 'কাদেরী' শব্দ লাগাতেন। সুতরাং আমাদের মোটেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে খান সাহেব এখানে পরোক্ষ ভাবে নতুন বলতে নিজেকেই বুঝিয়েছেন। অতএব খান সাহেব পরোক্ষ ভাবে নবুওয়াতের দাবীদার হয়েছেন।

# আহমদ রেযা খান মিথ্যাবাদী ছিলেন

আহমদ রেযা খান সাহেবের মিথ্যা কথাগুলি লক্ষ্য করুন।

(১) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

لوگ اپنی ماؤں کی طرف نسبت کر کے پکارے جائیں گے

“(কিয়ামতের দিন) লোকেদের তাদের মায়ের দিকে নিসবত করে ডাকা হবে ।” (আহকামে শরীয়াত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-২০৪, মাসআলা নং ৯৭)

অন্য জায়গায় খান সাহেব লিখেছেন,

انکم تدعون یوم القیام باسمائکم و اسماء ابابکم (الحدیث)

تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے والدوں کے نام سے پکارے جاؤ گے

احکام شریعت حصہ اول ص 91، مسئلہ نمبر 21

“অর্থাৎ নবী পাক (সাঃ) বলেছেন, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজেদের পিতার নামে ডাকা হবে ।” (আহকামে শরীয়াত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯১, মাসআলা নং ২১)

এখানে এটা অবশ্যই সত্য যে নবী (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোকেদেরকে নিজেদের পিতার দিকে উদ্দেশ্য করে ডাকা হবে কিন্তু আহমদ রেযা খান সাহেব মিথ্যা বলেছেন যে কিয়ামতের দিন নিজেদের মায়ের দিকে নিসবত করে ডাকা হবে ।

(২) আহমদ রেযা খান সাহেব দাড়ি কাটার ব্যাপারে বলেছেন,

قرآن عظیم میں اس پر لعنت ہے

“কুরআনে এর প্রতি লা’নত করা হয়েছে ।” (আহকামে শরীয়াত, খন্ড-২, পৃষ্ঠা- ১৯০, মাসআলা নং ৭০)

অথচ কুরআনে দাড়ি কর্তনকারীকে লা’নত করা হয়নি । এখানে খান সাহেব কুরআনের উপর মিথ্যা কথা বলেছেন ।

(৩) আহমদ রেযা খান সাহেব শয়তানের ব্যাপারে লিখেছেন,

وہ کذب کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا

"সে মিথ্যা বালাকে নিজের জন্য পছন্দ করে না ।" (আহকামে শরীয়াত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩৫, মাসআলা নং ৩৯)

এটা আহমদ রেযা খান সাহেবের মিথ্যা কথা । কেননা, শয়তান হযরত আদম (আঃ) কে মিথ্যা বলেছিল যে আমি তোমার হিতাকাঙ্খী । যদিও সে শত্রু ছিল ।

(৪) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন যে,

رسول کوئی شہید نہ ہوا

"কোন রসুল শহীদ হয়নি ।" (মালফুজাত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৯৮)

অথচ কুরআনে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন,

كلما جاءهم رسول بما لا تهوىٰ انفسهم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقا تقتلون

"তাদের কাছে বহু রসুল প্রেরণ করেছি; যখনই তাদের কাছে কোন নবী আগমন করতো এমন কোন বিধান নিয়ে যা তাদের মনঃপুত হতো না, তখনই তারা কতিপয়কে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতো এবং কতিপয়কে হত্যাই (শহীদ) করে ফেলতো ।" (সুরা মায়েদা, পারা-৬, আয়াত-৭০)

এখানে মহান আল্লাহ পরিস্কার বলছেন যে অনেক রসুলকে শহীদ করা হয়েছে কিন্তু খান সাহেব মিথ্যা বলছেন যে কোন রসুলকে শহীদ করা হয়নি ।

হয় আহমদ রেযা খান কুরআন সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না নাহয় তিনি জেনেশুনে মিথ্যা কথা বলেছেন ।

(৫) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন, "(হযরত আবু কাতাদাহ) আব্দুর রহমান কারীর আগে যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার নেন ।" (আল মালফুজাত, পৃষ্ঠা-১৯৮)

এটা খান সাহেবের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। যদি তা নাহয় তাহলে প্রমাণ পেশ করুন।

(৬) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

وہ (عبد الرحمن قاری) پہلوان تھا

"সেই (আব্দুর রহমান ক্বারী) কুস্তিগীর ছিল।" (আল মালফুজাত, পৃষ্ঠা- ১৯৮)

এটাও আহমদ রেযা খান সাহেবের মিথ্যা কথা। কেননা, আব্দুর রহমান ক্বারী কুস্তিগীর ছিলেন না।

(৭) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

میرا کوئی استاذ نہیں

"আমার কোন শিক্ষক নেই।" (সিরাতে ইমাম আহমদ রেযা, পৃষ্ঠা- ১২)

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন,

میرے استاذ صاحب مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ علیہ

"আমার শিক্ষক মির্যা গোলাম কাদির বেগ (রহঃ)।" (আল মালফুজাত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৩৫)

এখানে আহমদ রেযা খান সাহেবের দুটি কথার মধ্যে একটি অবশ্যই মিথ্যা বলেছেন।

(৮) আহমদ রেযা খান সাহেব মিশরের মিনারের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

ان کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14 ہزار برس پہلے ہوئی

"সেগুলো আদম (আঃ) এর ১৪ হাজার বছর আগে তৈরী করা হয়েছে।" (আল মালফুজাত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা-৯৬)

অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন,

آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی تقریباً پونے چھ ہزار برس پہلے کے بنے ہوئے ہیں

"আদম (আঃ) এর সৃষ্টির প্রায় পৌনে ছয় হাজার বছর আগে হয়েছে ।" (আল মালফুজাত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৬)

এখানে খান সাহেবের দুটি কথার মধ্যে একটি অবশ্যই মিথ্যা কথা বলেছেন ।

(৯) আহমদ রেযা খান সাহেব লিখেছেন,

خودکشی کرنے والے اور اپنے ماں باپ کو قتل کرنے والے اور باغی ڈاکو کہ ڈاکہ میں مارا گیا ان کے جنازے کی نماز نہیں

"আত্মহত্যাকারী, নিজের মাতা পিতাকে হত্যাকারী এবং বাগী ডাকাতের ডাকাতিতে যারা মারা যায় তাদের জানাযার নামায পড়া জায়েয নয় ।" (আল মালফুজাত, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯৮)

অন্য জায়গায় আত্মহত্যাকারীর জন্য লিখেছেন,

اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی

"তার জানাযার নামায পড়া যাবে ।" (ফতোয়া আফ্রীকা, পৃষ্ঠা-৪২, মাসআলা নং ৩৯)

এখানে আহমদ রেযা খান সাহেবের একটি কথা অবশ্যই মিথ্যা ।

(১০)

عرض: اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے۔

ارشاد: میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں

প্রশ্ন ঃ ইসমাইল দেহলবীকে কিরকম মনে করা উচিৎ ?

আহমদ রেযা খানের উত্তর ঃ আমার মতামত হল যে সে এজিদের মতো । যদি কেই তাকে কাফের বলে তাহলে তাকে নিষেধ করব না এবং নিজেও কাফের বলব না ।

এখানে খান সাহেব দুটি কথা বলেছেন,

(ক) "যদি কেউ তাকে কাফের বলে তাহলে তাকে নিষেধ করব না ।" অথচ খান সাহেব 'তমহীদে ইমান' পুস্তকে লিখেছেন, علماء و محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. "সাবধানী উলামাগণ তাঁকে কাফের বলবে না ।"

(খ) "নিজে তাঁকে কাফের বলব না "

এটাও খান সাহেবের মিথ্যা কথা । কেননা তিনি 'হুসামুল হারামাইন' কিতাবে ইসমাইল দেহলবী (রহঃ) কে কাফের বলেছেন ।

এরকম ধরণের প্রচুর মিথ্যা কথা আহমদ রেযা খান তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন ।

## লেখকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে রেযাখানী বেরেলীদের অপবাদ ও তার খন্ডণ

২. বেরেলীদের আলা হযরতের রহস্য ফাঁস

idea

Islamic Da'wah and Education Academy

Islamic Da'wah and Education Academy